গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা
২৯৯, পশ্চিম জুরাইন (নতুন রাস্তা)
শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪
www.food.dhakadiv.gov.bd

তারিখ: ৪ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৮ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০০০.৫০.০০২.২২.১৪৪

বিষয়: নিরাপদ মজুত গড়ে তোলার জন্য ১৫০০.০০০ মে.টন বোরো'২৩ সিদ্ধ চালের চলাচল সুচি (চলাচল সূচি নং- চাল-১৩(২০২৩-২৪)

সূত্র: ১। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, টাংগাইল দপ্তরের ১৩/১২/২০২৩ তারিখের ১৩৭৩ নং স্মারক।
২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নরসিংদী দপ্তরের ২১/১২/২০২৩ তারিখের ১৪৬৯ নং স্মারক।
৩। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গাজীপুর দপ্তরের ২৬/১২/২০২৩ তারিখের ২৯৯০নং স্মারক।
৪। অত্র দপ্তরের ২৭/১২/২০২৩ তারিখের ৪৮৯৬ নং স্মারক।
৫। খাদ্য অধিদপ্তরের চলাচল পরিকল্পনা রেল ও সড়ক শাখার ১৪/০১/২০২৪ তারিখের ৫২ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, টাংগাইল জেলার বিভিন্ন এলএসডিতে চাহিদার অতিরিক্ত মজুত থাকায় চাল সরানোর প্রস্তাব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সূত্রস্থ ১নং স্মারকে স্মারকে অত্র দপ্তরে প্রেরণ করে। অপরদিকে বিভিন্ন খাতে বিলি-বিতরণ এবং আপাদকালীন মজুত গড়ের তোলার জন্য চালের চাহিদা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সুত্রস্থ ২নং ও ৩নং স্মারকে অত্র দপ্তরে প্রেরণ করে। তৎপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের সূত্রস্থ ৪নং স্মারকে ৩০০০.০০০ মে.টন বোরো'২৩ সিদ্ধ চাল ডিআরটিসি সূচি জারির পূর্বানুমোদনের প্রস্তাব খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের সূত্রস্থ ৫ নং স্মারকে ২৫০০.০০০ মে. টন বোরো,২৩ সিদ্ধ চালের সূচি জারির পূর্বানুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

এমতাবস্থায়, বিভিন্ন এলএসডিতে নিরাপদ মজুত গড়ে তোলার জন্য জরুরি চালের চাহিদা এবং সরানোর প্রস্তাব, চালের মজুত, সাশ্রয়ী রুট বিবেচনায় ১৫০০.০০০ মে.টন বোরো'২৩ সিদ্ধ চালের চলাচল সূচি জারি করা হলো এবং কেন্দ্রভিত্তিক বরাদ্দ ও ঠিকাদারের বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলো:

<u>কেন্দ্রভিত্তিক বরাদ্দঃ</u>

প্রেরন কেন্দ্র	প্রাপক কেন্দ্র	পরিমান	ডিআরটিসি	বিআরটিসি
বিশ্বাস বেতকা এলএসডি, টাংগাইল	নরসিংদী এলএসডি, নরসিংদী	১০০০	৮৪০	১৬০
ধনবাড়ী এলএসডি, টাংগাইল	জয়দেবপুর এলএসডি, গাজীপুর	৫০০	৪৮০	২০
	মোট =	১৫০০	১৩২০	১৮০

<u>ডিআরটিসিভিত্তিক বরাদ্দঃ</u>

ক্র: নং	ঠিকাদারের নাম	পর্যায় সূচি (এ)	পণ্য	প্রেরক কেন্দ্র	প্রাপক কেন্দ্র	পরিমাণ (মে.টনে)
১	২	৩	৪	৫	৬	
১	মেসার্স জুম্মন এন্ড ওলি ট্রেডার্স	৯৫	বোরো-২৩ সিদ্ধ চাল	ধনবাড়ী এলএসডি, টাংগাইল	জয়দেবপুর এলএসডি, গাজীপুর	৬০
২	মেসার্স মোঃ মকবুল হোসেন	৯২		ঐ	ঐ	৬০
৩	মেসার্স তামান্না এন্টারপ্রাইজ	৯১		ঐ	ঐ	৬০
৪	মেসার্স হাছান এন্টারপ্রাইজ	৯০		ঐ	ঐ	৬০
৫	মেসার্স সজিব এন্টারপ্রাইজ	৮৮		ঐ	ঐ	৬০
৬	মেসার্স সিদ্দিক এন্ড ব্রাদার্স	৮৭		ঐ	ঐ	৬০
৭	মেসার্স সুমি এন্টারপ্রাইজ	৮৬		ঐ	ঐ	৬০
৮	মেসার্স আবানা বাণিজ্যিক সংস্থা	৮৫		ঐ	ঐ	৬০
৯	মেসার্স আবুল হাসেম	7 (বি)		বিশ্বাস বেতকা এলএসডি, টাংগাইল	নরসিংদী এলএসডি, নরসিংদী	৬০
১০	মেসার্স কবির ট্রেডিং	৮		ঐ	ঐ	৬০
১১	মেসার্স সানবীম এন্টারপ্রাইজ	৯		ঐ	ঐ	৬০

১২	মেসার্স হাবিব ব্রাদার্স	১০		ঐ	ঐ	৬০
১৩	মেসার্স জাহাঙ্গীর আলম এন্ড ব্রাদার্স	১১		ঐ	ঐ	৬০
১৪	মেসার্স মোসলেম বিশ্বাস	১২		ঐ	ঐ	৬০
১৫	মেসার্স দীনা এন্টারপ্রাইজ	১৩		ঐ	ঐ	৬০
১৬	মেসার্স নূপুর এন্টারপ্রাইজ	১৪		ঐ	ঐ	৬০
১৭	মেসার্স মোঃ মোহর চান মিয়া	১৫		ঐ	ঐ	৬০
১৮	মেসার্স বাবুল এন্ড ব্রাদার্স	১৬		ঐ	ঐ	৬০
১৯	মেসার্স সালেকীন এন্টারপ্রাইজ	১৭		ঐ	ঐ	৬০
২০	মেসার্স আল হোসাইন এন্টারপ্রাইজ	১৮		ঐ	ঐ	৬০
২১	মেসার্স দেবদাস সাহা	১৯		ঐ	ঐ	৬০
২২	মেসার্স এস,এম, হাবিবুর রহমান	২০		ঐ	ঐ	৬০
					মোট=	১৩২০

<u>পরিবহন ক্ষেত্রে পালণীয় নির্দেশনাবলীঃ</u>

১। চালের খামাল গঠন হওয়ার পর তদারককারী কর্মকর্তা কর্তৃক এলএসডি'র মজুত যাচাই ও কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক খামাল সার্ভেপূর্বক বিনির্দেশ সম্পন্ন বিশ্লেষণ প্রতিবেদন জারির পর পর্যায়ক্রমে জারি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক খামাল সার্ভে করতঃ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ভি-ইনভয়েসের সাথে গেথে দিতে হবে। ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সংগ্রহকৃত নমুনা ও পণ্য বোঝাই ট্রাক যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালা করে প্রেরণ করতে হবে। ওয়ারেন্টি অনুযায়ী কীটমুক্ত মালামাল অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে।

২। সূচি প্রাপ্ত ঠিকাদারগণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগদানপত্র দাখিল করবেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর চলাচল সূচি যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম হতে সিএসডি/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক দপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে সূচীকৃত চালের পরিবহনের ব্যবস্থা করবেন।
৩। কোনক্রমেই এই চলাচল সূচির মাধ্যমে বির্নিদেশ বর্হিভূত মানের খাদ্যশস্য প্রেরণ ও গ্রহণ করা যাবে না। বোঝাইকৃত ট্রাক ত্রিপল দ্বারা আবৃতকরত ঠিকাদার প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তা যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালা করতে হবে। প্রাপক কেন্দ্র সীলগালা অবস্থায় ট্রাক বুঝে নিবেন।
৪। প্রেরণ কেন্দ্র হতে খাদ্যশস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে ভি-ইনভয়েসে বিতরণ সংকেতসহ সংকেত প্রদানের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া ভি-ইনভয়েসে চালের প্রকার উল্লেখ করতে হবে। তদ্রুপ প্রাপক কেন্দ্রকে মালামাল প্রাপ্তির সাথে সাথে তা খামাল কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এছাড়া প্রেরক ঠিকাদার/ঠিকাদার প্রতিনিধির বৈধ পরিচায়তপ্র যাচাই করে ডেসপাস দিবেন

৫। সকল ক্ষেত্রেই ব্যাক মুভমেন্ট পরিহার করে এই সূচি কার্যকর করতে হবে এবং এই সূচির পরিবাহিত মালামাল ব্যাকমুভমেন্ট করা যাবে না।

৬। প্রেরক/প্রাপক কেন্দ্র থেকে দৈনন্দিন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদপ্তর হতে প্রেরণ/প্রাপ্তির অগ্রগতি জানাতে হবে। চালের মান ও পরিমান সঠিকভাবে যাচাই করে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া ভি-ইনভয়েসে চালের গুণগতমান ও ধরণ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৭। প্রেরণকারী কর্মকর্তাকে মালামাল প্রেরনের সাথে সাথে ভি-ইনভয়েস ইস্যু করতে হবে এবং প্রাপক মালামাল প্রাপ্তির এবং ভি-ইনভয়েস প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রাপ্ত অংশপূরণ করে উহা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরন করবেন। প্রেরক প্রেরিত পণ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা উত্তোলনপূর্বক যৌথ স্বাক্ষরে ০১টি নমুনা ভি-ইনভয়েসের সিসি কপির সাথে পরিবহণকারীর মাধ্যমে প্রাপক কেন্দ্রে পাঠাবেন ও ০১টি নমুনা নিজের কাছে রাখবেন। এ ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রেরণ কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

৮। গুদামে খামাল পরিদর্শনপূর্বক গুদাম লেজারে পন্য প্রেরণ এবং প্রাপ্তির এন্ট্রি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ভি-ইনভয়েসে স্বাক্ষর করবেন।
৯। প্রেরণ/প্রাপক কেন্দ্রের সাইলো অধীক্ষক/ম্যানেজার, সিএসডি/ এস এন্ডএমও/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ চলাচল সূচির মেয়াদ শেষে নিম্নোক্ত ছকে প্রেরণ/প্রাপ্তির বিবরণী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরসহ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করবেন।
ছক

সূচি নং ও তারিখ	ইনভয়েস নং ও তারিখ	প্রাপ্তির তারিখ	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রেরক	প্রাপক	প্রেরিত মালের পরিমাণ	প্রাপ্ত মালের পরিমাণ	পরিবহণ ঘাটতি/বাড়তি	মন্তব্য

১০। ঠিকাদারগণ চলাচল সূচির মেয়াদ শেষে বর্ণিত ছক প্রেরণ ও প্রাপ্তি বিবরণীসহ ভি-ইনভয়েসের ১ম কপির ফটোকপি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে দাখিল করবেন এবং প্রত্যেক মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের পরিবহণ বিবরণী নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে দাখিল করবেন।

১১। পরিবহণকালীন সরকারি পণ্যের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি/তছরূপ/জালিয়াতি/আত্মসাতের জন্য ঠিকাদার দায়ী থাকবেন এবং সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২। ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ প্রেরণ কেন্দ্রে চাল গ্রহণের স্বপক্ষে এবং প্রাপক কেন্দ্রে চাল বুঝিয়ে দেয়ার স্বপক্ষে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রে স্বাক্ষর করবেন।
১৩। এছাড়া ০৯/০৫/২০১৯ তারিখের ৯৯৮নং স্মারকে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য নীতিমালা ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুচ্ছেদ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের উল্লিখিত স্মারকের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল খাদ্য গুদামে চুক্তিবদ্ধ মিলার কর্তৃক সরবরাহতব্য চালের বস্তার অপর পীটে ডিজিটাল স্টেনসিলের স্পষ্ট ছাপ দেয়ার যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। প্রেরককে প্রেরণকালে প্রতিটি বস্তায় বোঙ্গা মেরে বির্নিদেশ মোতাবেক এবং প্রতিটি বস্তায় মিলারের স্টেনসিল ও গুদামের স্টেনসিল নিশ্চিত হয়ে চাল ট্রাকে বোঝাই ও প্রেরণ করতে হবে। প্রাপককে প্রতিটি বস্তায় বোঙ্গা মেরে চালের বিনির্দেশ মোতাবেক এবং প্রতিটি বস্তায় মিলারের টেনসিল ও গুদামের টেনসিল নিশ্চিত হয়ে চাল ট্রাক হতে খালাস ও গ্রহণ করতে হবে। এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে সাথে সাথে অত্র দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট প্রেরক কেন্দ্র ও প্রাপক কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে অবহিত করতে হবে।

১৪। ট্রাকের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত মালামাল পরিবহণ করে পরিবহণকৃত মালামাল এবং বাংলাদেশ সরকারের যে কোন মালামাল ক্ষতি সাধন করলে/হলে ঠিকাদার/প্রেরণ কেন্দ্র দায়ী হবে।

১৫। প্রাপ্ত সূচিতে চাল পরিবহণকালে আর্থিক ক্ষতির অজুহাতে অথবা চাল পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদার উক্ত সুচির জন্য পরবর্তীতে সমন্বয় সূচি প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবেন না। তবে Force Majeure এর আওতায় ঠিকাদার আবেদন করতে পারবেন।

১৬। এই সূচির **মেয়াদ ২৫/০১/২০২৪ তারিখ** পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৭। প্রেরক ও প্রাপক কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট সাইলো অধীক্ষক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ব্যবস্থাপক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চাল পরিবহণ, বোঝাই ও খালাস কার্যক্রম তদারকি করবে। কোথাও অনিয়ম বা সমস্যার উদ্ভব হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষসহ খাদ্য অধিদপ্তরকে ত্বরিত অবহিত করবেন।

১৮। খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা'২০০৮ অনুযায়ী খাদ্যশস্য পরিবহণ কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। জারীকৃত সূচি সংশ্লিষ্ট জেলা/স্থাপনার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ/ওয়েবসাইটে আপলোপড করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ ব্যবস্থাপক/এসএন্ডএমও/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অনুলিপি দিয়ে অবহিত করবেণ।

১৯। "খাদ্যশস্য প্রেরণ-প্রাপ্তিকালে করণীয় নির্দেশনা' সম্পর্কিত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, মহোদয়ে স্বাক্ষরিত ১১/০৫/২০২৯ তারিখের ২১১নং প্রজ্ঞাপন এবং এলএসডি/সিএসডি'র সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশনা' বিষয়ক ১৮/০৪/২০২০ তারিখের ৩৫৪নং স্মারক, ২৯/১১/২১ তারিখের ১২২৪নং স্মারক, ২২/০৮/২২ তারিখের ৪৭৮নং স্মারক, ২১/১২/২০২২ তারিখের ১৪৬৫নং স্মারক ও ০২/০৫/২০২৩ তারিখের ৫২৭নং স্মারকের পত্রসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২০। খাদ্য অধিদপ্তরের চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ০৮/০৬/২০ তারিখের ৫২৬নং স্মারক জারিকৃত নির্দেশনা মোতাবেক Movement Software এর মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে প্রেরক কেন্দ্র এবং প্রাপক কেন্দ্র তাদের নির্ধারিত ইনভয়েস যথানিয়মে এন্ট্রি সম্পন্ন করবেন। এছাড়াও জারীকৃত সূচির পূর্বানুমোদনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮-০১-২০২৪
জি. এম. ফারুক হোসেন পাটওয়ারী
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,গাজীপুর;
২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (রুটিন দায়িত্ব), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,নরসিংদী এবং
৩। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,টাঙ্গাইল।

স্মারক নম্বর:

তারিখ: ৪ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৮ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর;
২। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা, খাদ্য ও দুযোগ ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়;
৩। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক………………, …………………;
৪। সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ………………এলএসডি………… জেলা।;
৫। উচ্চমান সহকারী, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা;
৬। অডিটর, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা;
৭। ল্যাবঃ সহকারী, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা(ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য বলা হলো।;
৮। মেসার্স……………………, ডিআরটিসি/সিআরটিসি, ঢাকা বিভাগ। এবং

৯। ওয়েব পোর্টাল/ নোটিশ বোর্ড, অত্র দপ্তর।

১৯-০১-২০২৪
আবু শামস মোহাম্মদ সফকত রানা
সহকারী উপ-পরিচালক